সিএমপি সেন্টার এন্ড স্কুলকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান-২০১৭ উপলক্ষে প্রীতিভোজ

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২৩ নভেম্বর ২০১৭, বৃহস্পতিবার, সিএমপিসিএন্ডএস, সাভার সেনানিবাস, সাভার, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

তিন বাহিনীর প্রধানগণ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

সামরিক অফিসার ও সদস্যবৃন্দ এবং

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আজকে সাভার সেনানিবাসে আয়োজিত 'কোর অব মিলিটারি পুলিশ সেন্টার এন্ড স্কুল' এর ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রদান উপলক্ষে প্রীতিভোজে যোগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবগঠিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

আমি গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শহিদ আমার মা, তিন ভাইসহ পরিবারের সদস্যদের।

স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর শহিদ সদস্যদের এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শাহাদাতবরণকারী সেনাসদস্যদের।

সুধিমন্ডলী,

আজকের এই দিনটি আপনাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের এবং তাৎপর্যপূর্ণ। আপনারা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্জনের মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছেন যা কোরের ইতিহাসে সমুজ্জল থাকবে।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করা খুবই সম্মানজনক ব্যাপার।

আমাদের সরকার আপনাদের কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আপনাদেরকে এই সম্মানে ভূষিত করলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। জাতির পিতা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন।

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি ১৯৭৪ সালে একটি প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেন। জাতির পিতা প্রণীত নীতিমালার আলোকে আমরা ''আর্মড ফোর্সেস গোল-২০৩০'' প্রণয়ন করে সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছি।

আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা হয়েছিল।

আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক, পেশাদার সেনাবাহিনীকে বিশ্বমানের সেনাবাহিনীতে উন্নীত করতে। সেই লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সেনাবাহিনীর উন্নয়নে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছি।

সেনাবাহিনীতে নতুন পদাতিক ডিভিশন ও ব্রিগেড প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদিতে সজ্জিত করা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্মড ব্রিগেড, কম্পোজিট ব্রিগেড ও প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড। বাংলাদেশ ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্ট আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি।

আধুনিকায়নের ধারায় সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে অত্যাধুনিক এমবিটি-২০০০ ট্যাংক, এমএলআরএস রেজিমেন্ট, সেল্ফ প্রোপেল্ড রেজিমেন্ট, এমআই-১৭১ এস এইচ হেলিকপ্টার গানশিপ ও কাসা সি ২৯৫ ডব্লিউ এর মত অত্যাধুনিক পরিবহন বিমান, অত্যাধুনিক ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল পিএফ-৯৮, বিমান বিধ্বংসী মিসাইল এফএম-৯০, আধুনিক পদাতিক সৈনিক ব্যবস্থা (Modern Infantry Soldier System) প্রভৃতি, যা বাংলাদেশকে আঞ্চলিক এক শক্তি হিসেবে মর্যাদার দাবিদার করেছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেনাসদস্যদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। অত্যাধুনিক ব্যবস্থা নিয়ে সিএমএইচসমূহে উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঢাকা সিএমএইচে যুক্ত হয়েছে যুগান্তকারী বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার। একই সাথে যুক্ত হয়েছে ককলিয়ার প্রতিস্থাপন কেন্দ্র, বার্ন অ্যান্ড প্লাষ্টিক সার্জারি কেন্দ্র প্রভৃতি। ফলে সেনাসদস্যদের সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকরা আধুনিক চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন।

আমরা সেনাবাহিনীর সকল পদবীর সৈনিকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ তাদের বাসস্থান, মেস, এসএম ব্যারাক ইত্যাদি নির্মাণ করেছি। বেতন ও রেশন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদিও বৃদ্ধি করেছি।

সুধিবৃন্দ,

মিলিটারি পুলিশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সকল বাহিনীর জন্য সিএমপি সেন্টার এন্ড স্কুল একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর আধুনিকায়নের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নবনির্মিত এই কমপ্লেক্স এবং সকল সুবিধাদি ব্যবহার করে আপনারা আপনাদের সার্বিক কর্মকান্ড আরও উন্নতি লাভে সক্ষম হবেন। ভবিষ্যতেও আমরা আরও নানাবিধ উন্নতি সাধন করব। এমনকি অচীরেই মিলিটারি পুলিশ কোরে মহিলা সেনাসদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আমি বিশ্বাস করি, কোর অব মিলিটারি পুলিশের সকল সদস্য শৃঙ্খলার মান সমুন্নত রাখতে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যাবেন।

ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রাপ্তির মাধ্যমে যে অসাধারণ স্বীকৃতি ও গৌরব আপনারা অর্জন করলেন আগামী দিনের অত্যাধুনিক বিশ্বমানের সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠায় এই অর্জন অনুপ্রেরণা যোগাবে।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী একাগ্রতা, কর্মদক্ষতা এবং নানাবিধ জনসেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি যেকোন দুর্যোগে আর্তমানবতার সেবা ও জান-মাল রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য ও দায়িত্বশীল ভূমিকা সবসময় প্রশংসিত হয়ে আসছে।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের সহায়তায় সেনাবাহিনী অত্যন্ত প্রশংসার সাথে কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

সমবেত সুধিমন্ডলী,

আমাদের লক্ষ্য জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে এদেশকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে সকলকে দেশপ্রেমে জাগ্রত হয়ে কাজ করতে হবে।

এজন্য সেনাবাহিনীকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বাহিনীর সুনাম ও গৌরব সমুন্নত রাখতে হবে।

আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেনাপ্রধান, কর্নেল কমান্ড্যান্ট, কমান্ড্যান্ট সিএমপি সেন্টার এন্ড স্কুল এবং এই কোরের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই প্রতিষ্ঠান তথা কোর অব মিলিটারি পুলিশের সকল সদস্যের উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...